প্রথম আলো

তারিখ ..09. APR..2015.. ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম .... ৭ ......

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলসংলগ্ন নবনির্মিত ভবনের তৃতীয় তলা বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত বিভাগের সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ। একই সঙ্গে আরও কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিভাগের সভাপতি এ এন এম ফখরুদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচির পরিবর্তে গতকাল থেকে নবনির্মিত ভবনের সামনে সকাল ১০টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি চলতে থাকবে। একই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য সংকট নিরসনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটির সদস্য, সব অনুষদের ডিন এবং বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে জনসংযোগ অব্যাহত থাকবে। আগামী ১৬ এপ্রিল দুপুরে মৌন মিছিলের পর বিকেল তিনটায় সংবাদ সম্মেলন করে পরের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

কর্মসূচির বিষয়ে বলা হয়, গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একটি সভায় মিলিত হয়। ওই সভায় এসব কর্মসূচি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

> শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য সংকট নিরসনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটির সদস্য, সব অনুষদের ডিন এবং বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে জনসংযোগ অব্যাহত থাকবে

শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য সংকট নিরসনে গত রোববার এক প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে নতুন ভবনের তৃতীয় তলা পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু এর ফলে নিজেদের জায়গা সংকট হবে এমন দাবি করে নতুন ভবনে উঠতে বাধা দেয় ভবনে আগে থেকে ওঠা ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

এর ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী সাত কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

সিন্ডিকেট অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নেওয়ার পরও কেন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে জানতে চাইলে বিভাগের শিক্ষক মো. জামাল উদ্দীন বলেন, 'আমাদের দাবিটি ন্যায্য। এ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।' ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের বিষয়ে তিনি বলেন, 'প্রতীকী অবস্থান যখন চলবে, তখন আমরা ক্লাস নেব।'

সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবুল হোসেন বলেন, 'অচলাবস্থা নিরসনে অবশ্যই সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মানতে হবে। আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'